প্রথম আলো

তারিখ 17 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, কৃষি আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। পৃথিবীর সব দেশই গবেষণার মাধ্যমে কৃষিকে নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। তাই কৃষি উন্নয়নে গবেষণার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

গতকাল সোমবার রাজধানীতে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব খেলার মাঠে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। এ উপলক্ষে ক্যাম্পাসকে সাজানো হয়। একাডেমিক শাখার বিভিন্ন বিভাগ, হল, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রছাত্রীদের পদচারণে মুখরিত হয়ে ওঠে। ক্যাম্পাসজুড়ে আনন্দ-উল্লাস করেন গ্র্যাজুয়েটরা। দিনভর ছবি তোলা, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, হইচই ও কোলাহলে মেতে থাকেন সবাই।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেশের সার্বিক উন্নয়ন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা, গবেষণায় অসামান্য অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি 'ডক্টর অব দ্য ইউনিভার্সিটি' প্রদান করা হয়।

সমাবর্তন নেওয়া ডিগ্রিধারীদের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, 'ডিগ্রিধারীদের নিজ বিষয়ে হালনাগাদ থেকে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও গবেষণার মাধ্যমে কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের নিজস্ব কৃষিব্যবস্থা হাজার বছরের পর্যায়ক্রমিক উৎকর্ষ। এসব ফসলের জিনকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় জাতের ফসলকে স্বকীয়তা দিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।'

সমাবর্তন বক্তা ন্যাশনাল ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট কৃষিবিদ কাজী এম বদরুদ্দোজা বলেন, 'দেশের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ আবাদি জমি কোনো না কোনো বৈরী পরিবেশের শিকার। ফলে আজ কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার ধরন-ধারণেও পরিবর্তন আনা জরুরি হয়ে পড়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, 'আমরা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে যথাসম্ভব চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।'

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শাদাত উল্লা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ-উপাচার্য মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া। এ সময় কোষাধ্যক্ষ মো. হযরত আলী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য ও একাডেমিক পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম হওয়া ২২ জনকে স্বর্ণপদক এবং স্নাতকের ২ হাজার ১১০ জন, স্নাতকোত্তরে ৫১২ জন এবং পিএইচডিতে তিনজন গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রি দেওয়া হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শেখ রেজাউল করিম।